

**BAMU**

Budget Analysis and Monitoring Unit  
Bangladesh Parliament Secretariat



# বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



## জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ কৃষি

সহযোগিতায়



## ১. প্রেক্ষাপট

কৃষি বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের জীবিকার উৎস এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার মূল ভিত্তি। এই স্বীকৃতি থেকেই বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোটি মানুষের জীবিকা রক্ষায় কৃষি খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক মন্ত্রিসভা বৈঠকেই শস্য, ফসল, মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার ফলে প্রায় ১২ লাখ কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন [১]। ঋণ মওকুফের পর ব্যাংকগুলোকে কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত থেকে ৪০১ কোটি ৬০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২৫ লাখ ২২ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে [২]। পাশাপাশি, খাল খনন কর্মসূচিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে হারিয়ে যাওয়া ৫২০টি নদী ও হাজার হাজার খালের প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধার করা হবে [৩]।

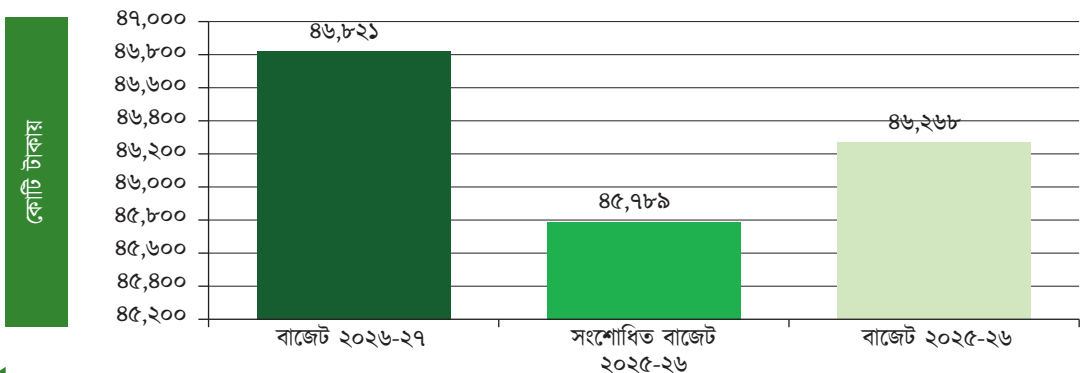
কৃষকদের ডিজিটাল পরিচয় ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কৃষক কার্ড কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। কৃষকদের পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তিনটি পর্যায়ে সারা দেশে এই কার্ড বিতরণ করা হবে, এবং কার্ডধারী কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সেচ সুবিধা ও সহজ শর্তে কৃষিঋণসহ ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন [৪]।

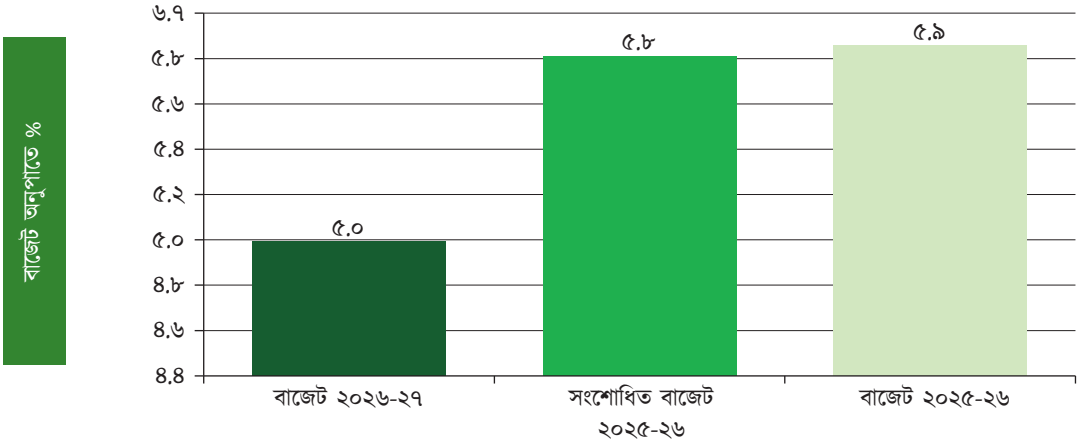
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কৃষি বীমা চালু ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ঝুঁকি হ্রাস, ফসল ক্রয় কেন্দ্র ও দেশব্যাপী স্টোরেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় রিমোট সেলিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষিকে আধুনিক ও টেকসই করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় অর্থবছর ২০২৬-২৭ এর প্রস্তাবিত বাজেটেও কৃষি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

## ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ৪৬ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.৯ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ কমিয়ে ৪৫ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৫.৮ শতাংশ। আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৬ হাজার ৮২১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.০ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২.২৫ শতাংশ বেশি হলেও, মোট বাজেটে এর অংশ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় কম (লেখচিত্র ১)।

### লেখচিত্র ১: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ (পরিমাণে এবং শতাংশে)



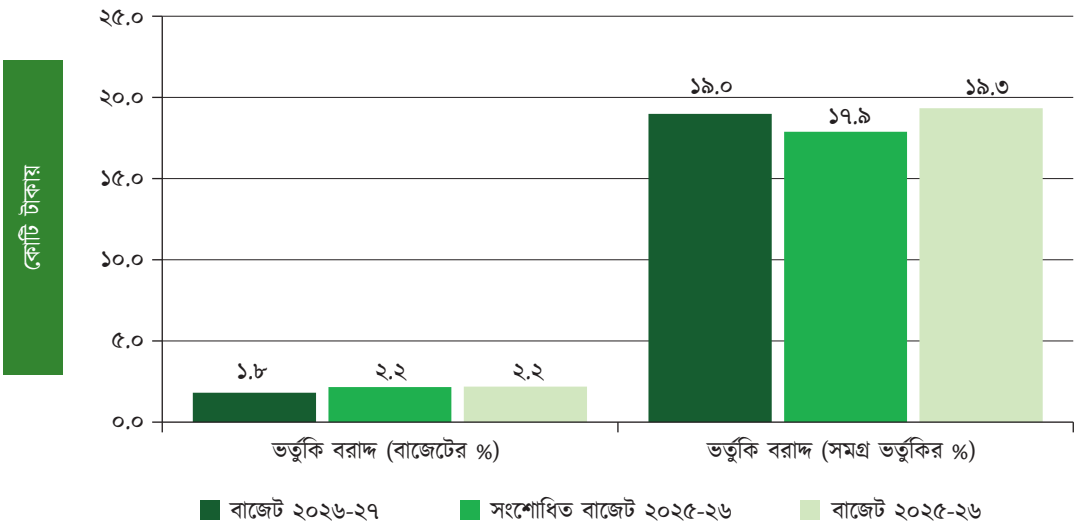


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

### ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭ হাজার ১ কোটি টাকা, যা সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ১ কোটি টাকা বেশি। মোট ভর্তুকিতে কৃষি ভর্তুকির অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৯ শতাংশ থেকে ১৯.০ শতাংশে উন্নীত হলেও, মোট জাতীয় বাজেটে এর অংশ ২.২ শতাংশ থেকে কমে ১.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে, বরাদ্দে সামান্য বৃদ্ধি হলেও, আসন্ন অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকিকে সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (লেখচিত্র ২)।

#### লেখচিত্র ২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা



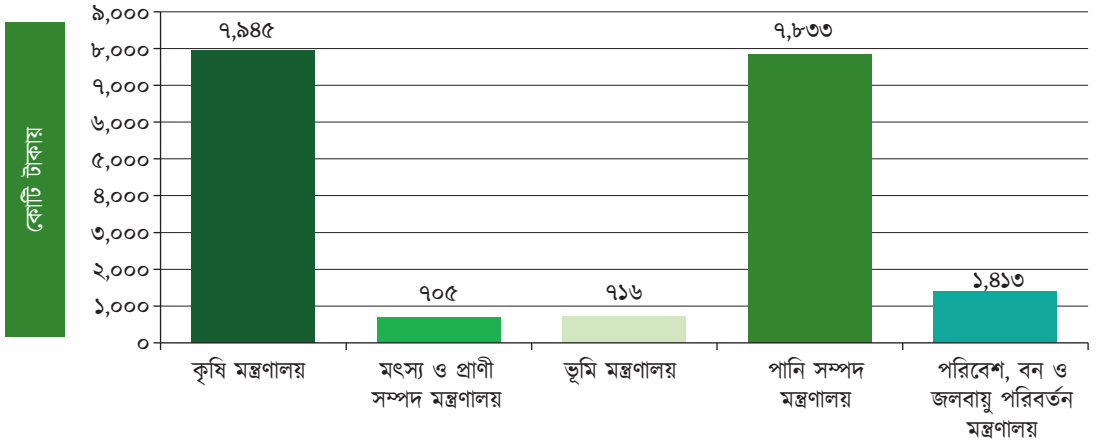
তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২ক।

## ৪. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি বরাদ্দ

২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮ হাজার ৬১২ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ১৭ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা এর তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি খাতের অংশের দিক থেকে চিত্রটি ভিন্ন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই অংশ ছিল ৮.৯৬ শতাংশ, যা প্রস্তাবিত বাজেটে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.২১ শতাংশ।

কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য, ৭ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা, এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য, ৭ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ যথাক্রমে ১ হাজার ৪১৩ কোটি, ৭১৬ কোটি ও ৭০৫ কোটি টাকা।

### লেখচিত্র ৩: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি বরাদ্দ



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০, পৃ. ৪৮।

## ৫. উপসংহার

কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়েও জরুরি হলো বিদ্যমান বরাদ্দের কার্যকর ব্যবহার এবং কৃষককেন্দ্রিক নীতির প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সাম্প্রতিক সংস্কার উদ্যোগ ও সরকারের নীতি-অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় ঋণ মওকুফ, কৃষক কার্ড বিতরণ ও কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে যে গতি সৃষ্টি হয়েছে, তা অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। তবে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না হলে এবং বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত দুর্বলতা দূর না হলে উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল কৃষক পর্যন্ত পৌঁছাবে না। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত না হলে বাজেট বরাদ্দ কাজক্ষিত ফলাফলে রূপান্তরিত হবে না। সামগ্রিকভাবে, একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বশর্ত।

তথ্যসূত্র: [১] <https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-3902261>

[২] <https://dailynayadiganta.com/bangladesh/national/FAMWkPNErzPq>

[৩] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto, <https://www.prothomalo.com/bangladesh/1lijg8nein>

[৪] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto.